দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 APR 2012
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

একান্ন বছরে সমাবর্তন ছয়বার

● আবুস সালাম সাগর

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কৃষি শিক্ষার সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬১ সালের ১৮ আগস্ট। এ বিশ্ববিদ্যালয় আজ সুবর্ণ জয়ন্তী পেরিয়ে দেশের কৃষি ও কৃষকের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নির্ভরতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করছে। আর শিক্ষার্থীদের শিক্ষার স্বীকৃতিস্বরূপ মূল সনদপত্র হাতে ধরিয়ে দেয়ার একটি মাধ্যম হলো সমাবর্তন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর সমাবর্তন আয়োজন করার কথা থাকলেও অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বাকৃবিতে দীর্ঘ ৫১ বছরে সমাবর্তন হয়েছে মাত্র ৬ বার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১১ সালের ৮ মার্চ এবং সেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল দীর্ঘ ৮ বছর পর।

প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন আচার্য গভর্নর আবুল মোনেম খানের নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালের ২৮ মার্চ ১ম, আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ৩১ ডিসেম্বর ২য়, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ১৯৯৪ সালের ৫ জুন ৩য়, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালের ২০ ডিসেম্বর ৪র্থ, ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে ২০০৩ সালের ০৫ ফেব্রুয়ারি এবং দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মো. জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে ২০১১ সালের ৮ মার্চ সর্বশেষ সমাবর্তনসহ ১৯৯৮ সালে একটা বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত সমাবর্তন অনুষ্ঠিত না হওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বহু শিক্ষার্থী এবং সে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর সমাবর্তন আয়োজনে জোর দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের কথা: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রুহান, তারেক, সাইদুরসহ আরো অনেকে ক্ষোভের সাথে জানায়, গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে মূল সনদপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের নিকট থেকে নেয়া শিক্ষার্থীদের কাছে অনেকটা স্বপ্নের মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে সমাবর্তন হওয়া উচিত, এর জন্য সরকারি বাজেটও প্রতিবছর দেয়া হয় তারপরও কেন সমাবর্তন নিয়মিত হচ্ছে না তা কেবল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনই ভালো জানে। আবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আন্তরিকতারও যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

বাকৃবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হকের বক্তব্য: সমাবর্তন সম্পর্কে বাকৃবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক ইত্তেফাককে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন করার জন্য প্রাথমিকভাবে দু'টো বিষয় খুবই জরুরী; প্রথমত সমাবর্তনের জন্য সরকারি বাজেট এবং দ্বিতীয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ও ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষকদের সমাবর্তনের ব্যাপারে আগ্রহ। নানা অসুবিধা আর সীমাবদ্ধতার কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে সমাবর্তন আয়োজন করা সম্ভব হয় না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এ বছর সমাবর্তন আয়োজনের আপাতত কোন সিদ্ধান্ত আমার নেই। এ বছর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ ও ব্যাপক উৎসাহের মাধ্যমে অ্যালামনাই তথা সকল গ্রাজুয়েটের পুনর্মিলনীর আয়োজন করবো। এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে এবং আগামী নভেম্বর মাসে এ অ্যালামনাই অনুষ্ঠিত হবে। এ অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাসকৃত গ্রাজুয়েটদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। আশা করছি এটি কৃষিবিদদের বৃহৎ মিলনমেলায় পরিণত হবে।

আর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে সমাবর্তন আয়োজন করা উচিত কিনা এ বিষয়ে উপাচার্য বলেন, 'প্রতিবছর সমাবর্তনের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যসহ অন্য অতিথিদের সময়মতো না পাওয়ার কারণে এর আয়োজন করা সম্ভব হয় না।'